দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

051

নকল প্রবণতা বড় সমস্যা ঃ পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি

(খায়রুল আনোয়ার)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা বাড়ছে। পরীক্ষা শুরুর পূর্বে শহর থেকে কেন্দ্র পরিবর্তন করে পরীক্ষার্থীদের মফস্বলে চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। ফলে অনেক কেন্দ্রে গণটোকাটুকি চলে নকল সরবরাহ কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সঙ্গে বহিরাগতদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। প্রতি বছর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হচ্ছে। পাশাপাশি নকলে সহযোগিতা করার জন্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে কর্তব্যরত শিক্ষক এবং পরিদর্শক বহিস্কৃত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে চলেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৬ সালে গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি তার রিপোর্টে এ সমস্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে ঃ নকল প্রবণতা পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা। পুরোপুরিভাবে নকল প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে নকলের অবাধ সুযোগ গ্রহণের জন্যেই বহু পরীক্ষার্থী পরীক্ষা

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

উন্নয়ন কমিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

কেন্দ্র পরিবর্তন করে থাকে। পরীক্ষার পূর্বক্ষণে স্কুল-কলেজ বদলিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী মফস্বলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-কলেজ থেকে পরীক্ষার ফরম পূরণ করে। ফলে এসব কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হতে প্রায় পাঁচগুণ পর্যন্ত দাঁড়ায়। যেমন ১৯৮৫ সালে জামালপুরের সরিষাবাড়ি কলেজে এইচএসসিতে পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ৩৪৬ জন। পরের বছর এ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ৯৬৮ জন। টাঙ্গাইলের শামসুল হক কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৮৫ সালে ছিল ১৭৮ জন। পরের বছর এ সংখ্যা পরীক্ষা শুরুর পূর্বে নয় শতাধিক ছাড়িয়ে যায়।

গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম তিন দিনেই সারা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে তিন সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করা হয়। কেন্দ্রের ভেতরে পরীক্ষার্থীকে নকলে সহযোগিতা দেয়ার জন্যে উল্লিখিত সময়ে ৪৪ জন শিক্ষক এবং পরিদর্শকও বহিস্কৃত হয়েছেন। নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় গুলি চালায়। এতে ভালুকায় একজন বহিরাগত যুবক নিহত হয়। পরীক্ষা চলার প্রথম তিন দিনে গ্রেফতার হয় প্রায় শতাধিক ব্যক্তি।

পরীক্ষায় নকল করার জন্যে বহিস্কৃতের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে—শুধুমাত্র ঢাকা বোর্ডের উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে। এ বোর্ডের ১৯৮৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৪৩৫ জন, ৮৭ সালে ৮১২ জন এবং ৮৮ সালে ১৭৩৫ জন বহিস্কৃত হয়েছে। অপরদিকে ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে ৮৬ সালে নয়শ পরীক্ষার্থী, ৮৭তে ১৭১৪ জন এবং চলতি বছরে ১৮শ ছাত্রছাত্রী বহিস্কৃত হয়।

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি রিপোর্টে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলা হয়ঃ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল প্রবণতার জন্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষা কেন্দ্রে এক সংঘাতময় পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চারদিকে পুলিশ মোতায়েন এবং ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বাইরে থেকে নকল সরবরাহ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আবহাওয়া বিনষ্ট করে। এমনও অভিযোগ পাওয়া যায় যে অভিভাবক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণও দুর্নীতিতে সহায়তা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনকারীকে সনাক্ত করা এবং তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে উভয় পরীক্ষায় প্রতি বছর গড়ে ছয় হাজার পরীক্ষার্থী বহিস্কৃত হয়। প্রতিকূল অবস্থার দরুন আরও বেশি সংখ্যক অসদুপায় অবলম্বনকারীকে বহিস্কার করা সম্ভব হয় না বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে।